রোহিঙ্গা সমস্যাঃ একটি মানবিক ইস্যু

ড. সি আর আবরার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭

মিয়ানমার সরকার বর্তমানে উত্তর আরাকানে জাতিগত নিধনযজ্ঞে লিপ্ত। সেখানে তারা নির্বিচারে রেহিঙ্গাদের ওপর গুলিবর্ষন, বেয়োনেট চার্জ থেকে শুরু করে হেলিকপ্টার গানশিপ ব্যবহার করছে। অতি সম্প্রতি মানবাধিকার সংগঠন Human Rights Watch এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে উপগ্রহের মাধ্যমে ধারণকৃত ছবি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে মংদু ও রাথিদং অঞ্চলের অন্তত ১০টি এলাকায় প্রায় ১০০ কিলোমিটার জুড়ে আগুনে ভস্মিভূত হওয়া বাড়িঘরের আলামত পাওয়া গেছে। বলা বাহুল্য, ঐ দেশের নিরাপত্তা বাহিনী ও তাদের দোসররা এই অপকর্মে লিপ্ত ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে।

ইতোমধ্যে বেশ কয়েক হাজার রোহিঙ্গা মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা সম্পাদিত হত্যা, ধর্ষণ ও নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। এ ধরণের চরম পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাবার লক্ষ্যে হাজার হাজার রোহিঙ্গা সীমান্ত অতিক্রম করে শরণার্থী হচ্ছেন। ইতোমধ্যে প্রায় ১,৭৪,০০০ বাংলাদেশে এসেছেন এবং আরো বিপুল সংখ্যক এদেশে প্রবেশের অভিপ্রায়ে সীমান্ত পাশ্ববর্তী এলাকায় অবস্থান নিয়েছেন। দেশ বিদেশের প্রচার মাধ্যমে বিপদসঙ্কুল পথে তাদের দেশ থেকে পালানোর বর্ণনা ও চিত্র ফুটে উঠেছে। এদের মধ্যে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীরা বিশেষভাবে সঙ্গীন অবস্থায় রয়েছেন। এরা ক্ষুধার্ত, দুর্বল ও অসুস্থ।

এদেশে আসা মোট রোহিঙ্গাদের ৩০,০০০ হাজার বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত কুতুপালং ও নয়াপাড়া ক্যাম্পে আত্মীয়স্বজনদের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। বাকী প্রায় সকলেই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় প্রায় কোন সাহায্য ছাড়াই মানবেতর জীবন যাপন করছেন, যা এক চরম মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে।

মিয়ানমার সরকারের গণহত্যা ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে এরা আশ্রয় প্রার্থনা করলেও বাংলাদেশ সরকার এদের জন্য সীমান্ত খুলে দিতে অপারগ। শরণার্থীদের একটা বড় অংশ নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এদেশে ঢুকে পড়েছেন, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের বলপূর্বক স্বদেশে ফেরৎ পাঠানো হচ্ছে। একদিকে সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মিয়ানমারের এই আচরণ মানবাধিকার পরিপন্থী আখ্যা দিলেও সরকার রোহিঙ্গাদের এদেশে ঢুকতে না দেওয়ার এ ঘোষিত অবস্থান থেকে সড়ে আসেনি। অন্যদিকে নিজের দেশের রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানে লিপ্ত মিয়ানমার সরকারের কাছে সীমান্তে যৌথ অভিযানের প্রস্তাব দিয়ে তাদের অপকর্মের সাথে বাংলাদেশকে জড়ানোর এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষিতে আমরা মনে করি:

১. অবিলম্বে গণহত্যা ও নির্যাতন বন্ধে মিয়ানমার সরকারের ওপর কার্যকর চাপ প্রয়োগে জাতিসংঘসহ আর্ন্তজাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হোক। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের বৈঠকে রোহিঙ্গা সমস্যাটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হোক। একইসঙ্গে আমাদের প্রতিবেশি ও অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রদেরকে এ সমস্যার দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানানো হোক।
২. অবিলম্বে মিয়ানমারের কাছে প্রস্তাবিত সীমান্তে যৌথ অভিযানের প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রত্যাহার করা হোক।
৩. মানবতা ও প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মান রেখে শরণার্থী রোহিঙ্গাদের বন্দুকের মুখে ঠেলে না দেওয়ার আহ্বান জানাই। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বেঁচে থাকার ও জীবন ধারণের ন্যূনতম সুযোগ নিশ্চিত করা হোক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ওপর চাপ লাঘবের জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্যের দাবি উত্থাপন করা হোক।
৪. শরনার্থীদের দায় কেবলমাত্র বাংলাদেশের হতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেও তৃতীয় দেশসমূহে পুনর্বাসনের আশু উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে দাবি উত্থাপন করা হোক এবং এ লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা হোক।
৫. শরণার্থী রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরে যাবার পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে অবিলম্বে সামরিক অভিযান বন্ধ, অভিযুক্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিচারের ব্যবস্থা এবং রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা হোক এবং মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের দাবি সংশ্লিষ্ট মহলে উত্থাপন করা হোক।
৬. শরণার্থীদের কার্যকরভাবে সেবা প্রদানে সমন্বয় আনা এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের নথিভুক্ত করা এবং পরিচয়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।
৭. শরণার্থীদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, আশ্রয়সহ অন্যান্য সেবা প্রদানের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংগঠনকে সম্পৃক্ত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।
৮. জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে গঠিত 'রাখাইন রাজ্য আন্তর্জাতিক বিষয়ক পরামর্শক কমিশন'-এর প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশসমূহ অবিলম্বে বাস্তবায়নে মিয়ানমার সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

প্রবন্ধটি ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উত্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত